শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের করণীয়

অধ্যক্ষ ড. মুফতি মুহাম্মাদ আবু ইউছুফ খান

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নের মূল শক্তি হলো দক্ষ, দায়িত্বশীল ও পরিবর্তনমুখী শিক্ষক-শিক্ষিকা। শিক্ষকরা শুধু পাঠদান নয়—নিজেদের পেশাগত দক্ষতা, প্রযুক্তি ব্যবহার, শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রেও নিয়মিত উন্নয়ন করতে পারেন। একটি প্রতিষ্ঠানের ভবন, অবকাঠামো ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যতই উন্নত হোক, দক্ষ ও আন্তরিক শিক্ষক ছাড়া কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার মান অর্জন সম্ভব নয়। তাই প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের প্রথম শর্ত হলো শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন। শিক্ষককে হতে হবে জ্ঞানসমৃদ্ধ, প্রযুক্তিবান্ধব, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, নৈতিক ও গবেষণামুখী।

১. আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির কোর্স

শিক্ষকরা Modern Teaching Methodology-এর ওপর প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। যেমন—

- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা
- Active Learning
- Collaborative Learning
- Problem-Based Learning
- Competency-Based Education
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

ফল: একই বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে আরও সহজ, আনন্দদায়ক ও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

২. ICT ও ডিজিটাল শিক্ষা প্রশিক্ষণ

বর্তমান সময়ে প্রত্যেক শিক্ষককে অন্তত মৌলিক ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের বিষয় হতে পারে—

- PowerPoint Presentation
- Google Classroom/অনলাইন ক্লাস
- ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি
- শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি
- AI-এর দায়িত্বশীল ব্যবহার
- অনলাইন মূল্যায়ন ও কুইজ

৩. Assessment ও পরীক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে কোর্স

শিক্ষকরা আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি শিখতে পারেন—

- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন
- MCQ ও সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি
- Formative Assessment
- Summative Assessment

Rubrics তৈরি

- ফলাফল বিশ্লেষণ
- দুর্বল শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ

এর মাধ্যমে পরীক্ষা শুধু নম্বর দেওয়ার মাধ্যম না হয়ে শিক্ষার্থীর উন্নয়নের উপায় হয়ে উঠবে।

৪. শিক্ষার্থীর মনোবিজ্ঞান ও কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ

শিক্ষার্থীর আচরণ বুঝতে শিক্ষককে শিশুমনোবিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে হবে। প্রশিক্ষণে থাকতে পারে—

- কিশোর-কিশোরীর মানসিক পরিবর্তন
- আচরণগত সমস্যা
- পড়াশোনায় অনীহা
- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
- পরীক্ষার ভয় ও চাপ
- অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ
- শিক্ষার্থী কাউন্সেলিং

৫. বিষয়ভিত্তিক Professional Development

প্রত্যেক শিক্ষককে নিজ নিজ বিষয়ের ওপর নিয়মিত Refresher Course করতে হবে। যেমন—

- বাংলা শিক্ষক: ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি
- ইংরেজি শিক্ষক: Communicative English
- গণিত শিক্ষক: Activity-Based Mathematics
- আরবি শিক্ষক: আধুনিক আরবি ভাষা শিক্ষা
- ধর্মীয় শিক্ষক: কুরআন-হাদিসের বিষয়ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি

৬. Action Research বা শ্রেণিকক্ষভিত্তিক গবেষণা

শিক্ষকরা নিজেদের শ্রেণিকক্ষের সমস্যা নিয়ে ছোট গবেষণা করতে পারেন।
উদাহরণ:
“অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গণিতে দুর্বল কেন?”
“কীভাবে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বলার দক্ষতা বাড়ানো যায়?”
সমস্যা → কারণ নির্ণয় → নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ → ফলাফল পরিমাপ—এই ধারায় কাজ করা যায়।

৭. Peer learning বা শিক্ষক-শিক্ষক শেখার ব্যবস্থা

একজন শিক্ষক অন্য শিক্ষকের কাছ থেকেও শিখতে পারেন।
পদ্ধতি:

- মাসিক শিক্ষক সভা
- Demonstration Class
- Peer Observation

- Teaching Experience Sharing
- Lesson Study

একজন শিক্ষক ভালো কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করলে অন্য শিক্ষকরা সেটি পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের ক্লাসে প্রয়োগ করতে পারেন।

৮. নিয়মিত Lesson Plan তৈরি

প্রতিটি ক্লাসের আগে সংক্ষিপ্ত Lesson Plan তৈরি করা উচিত।

এতে থাকবে—

কী পড়াবেন → কেন পড়াবেন → কীভাবে পড়াবেন → শিক্ষার্থীরা কী শিখবে → কীভাবে মূল্যায়ন করবেন। এতে পাঠদান হবে পরিকল্পিত ও ফলাফলভিত্তিক।

৯. দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো দুর্বল শিক্ষার্থীর উন্নতি।

শিক্ষকরা করতে পারেন—

- দুর্বল শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ
- পৃথক তালিকা তৈরি
- অতিরিক্ত ক্লাস
- Peer Support
- অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ
- মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

১০. নৈতিকতা ও Professional Ethics প্রশিক্ষণ

একজন শিক্ষক শুধু জ্ঞান দেন না; তিনি শিক্ষার্থীর চরিত্রও গঠন করেন।

তাই শিক্ষককে গুরুত্ব দিতে হবে—

- সময়ানুবর্তিতা
- দায়িত্বশীলতা
- ন্যায়সংগত আচরণ
- শিক্ষার্থীর প্রতি সম্মান
- পক্ষপাতহীনতা
- গোপনীয়তা রক্ষা
- প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ববোধ

১১. যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন

শিক্ষকের বক্তব্য, প্রশ্ন করার ধরন ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে আচরণ শিক্ষার মানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

প্রশিক্ষণের বিষয় হতে পারে—

- Effective Communication
- Public Speaking
- Presentation Skill

- Parent Communication
- Conflict Management

১২. অভিভাবক-শিক্ষক অংশীদারিত্ব

শুধু শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান দিয়ে শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষকরা নিয়মিত—

Teacher → Student → Parent

এই তিন পক্ষের সমন্বিত যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারেন।

১৩. পাঠাগার ও Reading Culture গড়ে তোলা

প্রত্যেক শিক্ষক মাসে অন্তত একটি ভালো বই/গবেষণামূলক লেখা পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য—

- Reading Hour
- Book Review
- পাঠচক্র
- দেয়ালিকা
- মাসিক জ্ঞানচর্চা সভা চালু করা যেতে পারে।

১৪. সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের জন্য শিক্ষকরা আয়োজন করতে পারেন—

- বিতর্ক
- বক্তৃতা
- কুইজ
- রচনা প্রতিযোগিতা
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- বিজ্ঞান মেলা
- খেলাধুলা
- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক কর্মসূচি

১৫. শিক্ষক উন্নয়নের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ একটি "Teacher Professional Development Plan" করতে পারে।

উদাহরণ:

সময়	*কার্যক্রম*
প্রতি সপ্তাহে	*Lesson Plan ও শিক্ষক সমন্বয়*
প্রতি মাসে	*অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ*
প্রতি ৩ মাসে	*Demonstration Class*
প্রতি ৬ মাসে	*দক্ষতা মূল্যায়ন*
বছরে ১ বার	*বড় প্রশিক্ষণ/সেমিনার*
বছরে ১ বার	*শিক্ষক কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা*

১৬. শিক্ষকদের জন্য প্রস্তাবিত কোর্সের তালিকা

মৌলিক পর্যায়

1. Modern Teaching Methodology
2. Classroom Management
3. Assessment & Evaluation
4. ICT in Education

মধ্যম পর্যায়

5. Educational Psychology
6. Student Counselling
7. Communication & Presentation Skill
8. Inclusive Education

উন্নত পর্যায়

9. Action Research
10. Educational Leadership
11. Curriculum Development
12. AI & Digital Education

১৭. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—“শিক্ষক উন্নয়ন থেকে প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন”

প্রতিষ্ঠানকে একটি সহজ নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে:
শিক্ষক শিখবেন → শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করবেন → ফলাফল পরিমাপ করবেন → অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন → আবার উন্নত করবেন।

এটি একটি Continuous Professional Development (CPD) সংস্কৃতি তৈরি করবে।
একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন শুধু নতুন ভবন, আসবাবপত্র বা প্রযুক্তি সংযোজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ, প্রযুক্তি-ব্যবহার, গবেষণামনস্কতা ও শিক্ষার্থীবান্ধব মানসিকতার উন্নয়নই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উন্নয়নের ভিত্তি।

তাই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে “প্রতি শিক্ষক বছরে অন্তত কয়েকটি প্রশিক্ষণ + নিয়মিত Peer Learning + শ্রেণিকক্ষ গবেষণা + কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন”—এই চারটি বিষয়কে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে পরিণত করা যেতে পারে।